তারিখ ... 12 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

প্রথম আলো

‘মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক’ কোথায় পাবেন?

প্র শ্ন প ত্র ফাঁ স

মশিউল আলম

এবার স্বয়ং মামলা ও পুলিশের সূত্রে খবর পাওয়া গেল, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ‘শক্তিশালী সিন্ডিকেট’ গড়ে উঠেছে।

এ দেশে ‘সিন্ডিকেট’ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় একটা চক্র, যা অবৈধ ও অপরাধমূলক কাজ করে এবং সেটা সে করে নিয়মিতভাবে। অর্থাৎ, এটা একটা নিয়মিত ব্যবস্থা। তার মানে, যে ‘শক্তিশালী সিন্ডিকেট’ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে, তার নিয়মিত কাজ এটা। এই অবৈধ কর্মই তার ব্যবসা।

এর মানে, এতকাল যে বলে আসা হয়েছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন বা গুজব, এবার সেটাই বরং মিথ্যা প্রমাণিত হলো। বাংলাদেশে একদম প্রাথমিক থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের বিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে—এই সত্য অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ও উদ্বেগের বিষয় হলো, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিছু শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতার জোরালো অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে কোনো বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পুলিশ রিমান্ডের মুখোমুখি হওয়া গোটা শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্যই ভীষণ লজ্জাজনক ও গ্লানিকর। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুক্রবার দুর্নীতি দমন কমিশনের এক মানববন্ধনে তিনি বলেছেন, ‘সত্যিকার অর্থে আমাদের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক বেশি দরকার।’ এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নেই, কেউ তা করেনও না। কিন্তু কথাটা আরও পরিষ্কারভাবে বলা দরকার: মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক ‘বেশি দরকার’ মানে তো মূল্যবোধহীন শিক্ষক সংখ্যায় কম হলে তা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু না, কোনোভাবেই তা মেনে নেওয়া যায় না। মূল্যবোধহীন শিক্ষক একজনও গ্রহণযোগ্য নন। প্রত্যেক শিক্ষককেই মূল্যবোধসম্পন্ন হতে হবে। মূল্যবোধের ন্যূনতম ঘাটতিও গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর কাঙ্ক্ষিত ‘মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক’ আমরা কোথায় পাব? কীভাবে পাব? শিক্ষকদের নৈতিক মূল্যবোধ অটুট রাখার জন্য যে মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা মন্ত্রণালয় অপরিহার্য, তা কি আমাদের আছে? শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজেই কি মূল্যবোধের চর্চা করে? সরকারের সবচেয়ে বড় এই মন্ত্রণালয় সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ হলো, এটা দুর্নীতিতে সেরা। দুর্নীতি কেবল আর্থিক ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নৈতিক স্খলন এখানে মারাত্মক পর্যায়ে বেড়ে গেছে। অন্য সব অভিযোগ বাদ দিয়ে শুধু একটা অভিযোগ বিবেচনায় নিলেই নৈতিক মূল্যবোধহীনতার বিষয়টি বোঝা যাবে।

এই প্রতিবেদক সাংবাদিকতার কাজে দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন রচনার সময় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রচুরসংখ্যক মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকেরাও আছেন। প্রতিবেদক যেখানেই গেছেন, সম্ভাব্য সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষকদের মুখে তিনি একটা অভিযোগ বারবার শুনেছেন: পরীক্ষার উত্তরপত্র এমনভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, যেন কোনো শিক্ষার্থী ফেল না করে। পাস করার জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর যদি কোনো পরীক্ষার্থী না পায়, তবু তাকে বেশি নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দিতে হবে। সাধারণ শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষকেরা তাঁদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে শিক্ষার্থীরা ফেল করলে শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা তাঁদের তলব করে একই রকমের নির্দেশনা দেন। এই প্রতিবেদক অনেক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়েছেন, পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিতে হবে, প্রাপ্য নম্বরের চেয়ে বেশি নম্বর দিতে হবে—মর্মে সরকারের কোনো লিখিত নির্দেশনা তাঁরা পেয়েছেন কি না। সবার অভিন্ন উত্তর: না, কোনো লিখিত নির্দেশনা পাওয়া যায় না। কিন্তু মুখে মুখে কড়া ভাষায় নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরীক্ষকেরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার পর বোর্ডে সেগুলো জমা দিতে গেলে, বোর্ডের কর্মকর্তারা যদি দেখতে পান, পাসের হার কম হয়েছে, তখন তাঁদের বলা হয়, ‘এসব নিয়ে যান, পাসের হার বাড়িয়ে নিয়ে আসেন।’ প্রধান পরীক্ষককে বোর্ড থেকে তলব করে একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগও এই প্রতিবেদক শুনতে পেয়েছেন।

তথ্যপ্রমাণ ছাড়া এসব অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরা যায় না—এই ভাবনা থেকে এই প্রতিবেদক যখন শিক্ষকদের বলেন, ‘আমার লেখায় আপনার নামটা ব্যবহার করতে চাই’, তখন তাঁরা প্রায় আর্তনাদের সুরে বলেন, ‘না না না! আমার এই সর্বনাশটা করবেন না, প্লিজ।’ কিন্তু তাঁরা, বিশেষ করে বিদ্যালয় ও কলেজগুলোর নারী শিক্ষকদের অনেকেই এ প্রতিবেদককে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছেন, পাসের হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর মহলের এই অলিখিত অনৈতিক চর্চার কথা যেন সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কারণ, তাঁরা মনে করছেন, এভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের নিজেদের সন্তানেরাও তো এই একই ধ্বংসপ্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী যদি ‘মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক’ আন্তরিকভাবে চান, তাহলে সবকিছুর আগে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল্যবোধের প্রতি নজর দিতে হবে। পরীক্ষায় অনৈতিকভাবে পাস করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ার সম্পর্ক কী—এই প্রশ্ন তোলা হতে পারে। কিন্তু সম্পর্ক অবশ্যই আছে এবং তা গভীর: দুটোই মূল্যবোধের বিষয়। শিক্ষকদের মূল্যবোধহীন, অনৈতিক কাজ করার নির্দেশনা দিয়ে তাঁদের কাছেই আবার ‘মূল্যবোধসম্পন্ন’ চরিত্র দাবি করে বক্তৃতা করা প্রহসনমূলক ও নিষ্ফল।

সবকিছুর আগে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল্যবোধের প্রতি নজর দিতে হবে। পরীক্ষায় অনৈতিকভাবে পাস করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ার সম্পর্ক কী—এই প্রশ্ন তোলা হতে পারে

● মশিউল আলম : লেখক ও সাংবাদিক।
mashiul.alam@gmail.com